7.5.7 নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (Narmada Bachao Andolan)

মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টকের মহাকাল পাহাড়ে উৎপন্ন হয়েছে নর্মদা নদী। পশ্চিমদিকে 1,312 কিলোমিটার বয়ে চলেছে নর্মদা ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ী অঞ্চলের উপর দিয়ে আবার কোথাও বা শস্যশ্যামল উর্বরা সমভূমির মাঝ দিয়ে। শেষ অবধি গুজরাটের ভারুণের কাছে তা আরব সাগরে মিশছে। নর্মদা উপত্যকার পাহাড়ী অংশগুলিতে গণ্ড, কোরকু, ভীল ও ভীলালা জনজাতিদের আদি বাসস্থান। নর্মদা উপত্যকায় হাজার হাজার বছর ধরে মানবসভ্যতা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে।

নর্মদা উপত্যকার বহুমুখী বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার **নর্মদা ভ্যালি ডেভেলাপমেন্ট প্রজেক্ট (Narmada Valley Development Project বা সংক্ষেপে (NVDP) গ্রহণ করেন।** এই প্রকল্পের অন্তর্গত 30টি বড় বাঁধ, 135টি মাঝারি বাঁধ এবং 3,000 ছোট বাঁধ নর্মদা ও তার নানা উপনদীর উপরে নির্মিত হচ্ছে। এই বাঁধগুলি থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের জল সরবরাহের পরিকল্পনা আছে। কিন্তু এর ফলে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ তাঁদের জমি-বাড়ি-সংস্কৃতি ও জীবনধারণের উপায় হারাবেন। প্রচুর জঙ্গল নষ্ট হবে, যার ফলে স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের বিলুপ্তি ঘটবে।

নর্মদার উপরে এরকম একটি বাঁধের নাম সর্দার সরোবর। গুজরাটের ভারুচ জেলার ভড়গামে এটি তৈরি হচ্ছে। এটি প্রকল্পের সবচেয়ে বড় বাঁধ, সমুদ্রের সবচেয়ে কাছে। এই বাঁধের পিছনের জলাধার 245টি গ্রাম ভাসিয়ে নেবে এবং গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের আড়াই লক্ষেরও বেশি লোকের জমি-জঙ্গল-গৃহ ডুবিয়ে দেবে। সর্দার সরোবর প্রকল্পে পৃথিবীর বৃহত্তম খাল-প্রণালী গড়া হবে, যার দৈর্ঘ্য 75,000 কিলোমিটারেরও বেশি। এর ফলেও কয়েক লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হবেন, এবং বহু মানুষ তাঁদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হবেন। এছাড়া নদীতে মাছ ধরেন এমন ধীবর সম্প্রদায়ের লোকেরাও জীবিকাচ্যুত হবেন। এভাবে শুধু সর্দার সরোবর প্রকল্পই দশ লক্ষ মানুষের জীবনে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবে।

1979 সালে এই প্রথম সরকারি অনুমোদন পায়। 1985 সালে বিশ্বব্যাঙ্ক এই প্রকল্পের জন্য 45 কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করে। 1986 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মহরাষ্ট্রের বাস্তুহারা মানুষেরা এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে 'নর্মদা ধারাংগ্রস্ত সমিতি' গঠন করেন। এর পরে 1987 সালে গান্ধীবাদী নেতাদের সম্মেলনে তৈরি হয় 'নর্মদা ঘাটি নবনির্মাণ সমিতি', মধ্যপ্রদেশে। 1987 সালে প্রকল্পটির সমীক্ষা সম্পূর্ণ না করেই ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় একে অনুমোদন দেন। ক্রমশ গড়ে ওঠে আদিবাসীদের গ্রামগুলিতে ছোট ছোট জন-আন্দোলন ও প্রতিবাদী বক্তব্য। 1988 সালে 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' এই বাঁধ প্রকল্পের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা শুরু করে।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মূল কথা হল এই যে সর্দার সরোবরের মত উঁচু ও বড় বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ করে যেটুকু উপকার পাওয়া যাবে, লাভ-ক্ষতির পাল্লায় তা নিতান্তই কম। যে বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হবেন, তাঁদের প্রকৃত পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া সরকারের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়।

ভারত সরকারের 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট' অনুযায়ী সরকারি কাজকর্মের খবরাখবর সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করা যাবে না। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মাধ্যমে এই প্রকল্প যে বহু মানুষের ক্ষতি করবে। এই গোপন তথ্য জনসাধারণের সামনে এসেছে। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের জন্য এই অ্যাক্ট বাতিল করে দেওয়া হয়। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হলেন বাবা আমতে, এবং এর নেত্রী হলেন শ্রীমতী মেধা পাটকর। জন-আন্দোলন ও বিক্ষোভের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্ক একটি স্বাধীন রিভিউ কমিশন বসায় এই প্রকল্পের ভালোমন্দ খুঁটিয়ে দেখার জন্য। 1992 সালে এই কমিশন বিশ্বব্যাঙ্ককে এই প্রকল্পে সাহায্যের হাত সরিয়ে নিতে সুপারিশ করে। 1993 সালের এপ্রিল মাসে বিশ্বব্যাঙ্ক এই প্রকল্প থেকে সরে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত সরকার নিজ ব্যয়ে এই প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। 1993 সালে নর্মদা উপত্যকায় বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রথম বাড়িটি নিমজ্জিত হয়, এবং আন্দোলনের তীব্রতাও বাড়তে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার 5 জন সদস্যবিশিষ্ট একটি রিভিউ প্যানেল গঠন করে। ইতিমধ্যে চলতে থাকে জবরদস্তি উচ্ছেদ, জন-আন্দোলন ও পুলিশি অত্যাচার। এদিকে বর্গী, মহেশ্বর প্রভৃতি বাঁধেও জন-আন্দোলনের

তীব্রতা বাড়তে থাকে। ফলে 1997 সালে সরকার তিন বছরের জন্য সর্দার সরোবর প্রকল্প তৈরি থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া নর্মদার উপরে প্রস্তাবিত বড় বাঁধের রিভিউ করা ও পরিবর্ত জল সরবরাহের দিকগুলি খুঁটিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।